আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (১৪ জুলাই,২০১৯) বুলেটিন নং ৫৯	১৪ জুলাই হতে ১৮ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১০ জুলাই হতে ১৩ জুলাই,২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১০ জুলাই	১১ জুলাই	১২ জুলাই	১৩ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	১৪৫.০	৯.০	১১৮.০	১৪১.০	৯.০-১৪১.০ (৪১৩.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.০	৩২.০	২৮.০	২৮.০	২৮.০-৩২.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.০	২৫.০	২৫.২	২৫.০	২৫.০-২৫.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৭.০-৯৮.০	৯৬.০-৯৭.০	৮৪.০-৯৭.০	৯৩.০-৯৭.০	৮৪.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৮.৫	১৬.৭	১৬.৭	১৩.০	১৩.০-১৮.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৮	৮	৮	৮	৮-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১৪ জুলাই হতে ১৮ জুলাই, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.৭৫-৬২.১২ (৯৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৮.১-৩১.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.২-২৪.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৮.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৪.৩-৬.৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	বীজতলা/রোপন পর্যায়
আউশ ধান	কুশি পর্যায়
পাট	বাড়ন্ত/পরিপক্ক/কর্তন পর্যায়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

ধান

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন এবং আউশ ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাষ্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রনে ০২ গ্রাম কার্বেনডাজিম ০১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন ভারী বৃষ্টিপাতের পর।
- অন্যান্য রোগবালাই থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত আউশ ধানের মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- আমন ধানের চারা রোপনের জন্য জমি প্রস্তত করুন।
- যত দ্রুত সম্ভব আমন ধানের চারা রোপন করুন। আগাছা মুক্ত বীজতলা নিশ্চিত করতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ভাল সেচ নালা তৈরি করতে হবে, যাতে করে পানি জমতে না পারে।
- ভারী বৃষ্টিপাতের পর আমন ধানের চারা লাগানোর জন্য জমি তৈরির শেষ ধাপে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি , ১১ কেজি দস্তা (বোরো/ আউশ মৌসুমে দস্তা প্রয়োগ করা থাকলে, এই মৌসুমে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই) এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।
- ভারী বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপন করার এখন ই উপযোক্ত সময়। মাটির খুব গভীরে চারা রোপন থেকে বিরত থাকুন এবং চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চারা লাগান। সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে আমন ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন। হাত দিয়ে জমি আগাছামুক্ত করুন বা অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।

পাট

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন
- ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর স্প্রে করতে হবে।
- ছেলে পোকার আক্রমন দেখা দিলে প্রতি ৪ লিটার পানিতে ৩ মিলি ডাইক্লোরভস অথবা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি এন্ডোসালফান মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।

সবজি

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন । বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।

- বেগুন চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। খরিফ মৌসুমের সব্জি যেমন ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- মিষ্টি কুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা ও শষায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমন হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন বা রগর মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ০২ মিলি ডাইমেথয়েট বা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ও ঢেড়শ লাগান।
- উচ্চ আপেক্ষিব আদ্রতায় হলুদের পাতায় দাগ রোগ এবং শশা জাতীয় সবজি ও পেঁয়াজে ডাউনি মিলডিউ দেখা দিলে ভারী বৃষ্টিপাতের পর ১ কেজি/হেক্টর হারে ম্যানকোজেব প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বৃষ্টিপাতের পর আম বাগানে আন্ত পরিচর্যা করতে হবে
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করেতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটিতে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটিতে ৩০ কেজি গোবর , ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত এর সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।